বিভাগ গ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 2

1 **বস্তুবাদ কাকে বলে?**

উত্তর ▶ যে মতবাদ অনুসারে জ্ঞাত বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব ও স্বরূপ জ্ঞাতার জ্ঞান নিরপেক্ষ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তুর সম্পর্ক আকস্মিক ও বাহ্যিক সেই মতবাদকে বলা হয় বস্তুবাদ।

2 **বস্তুবাদ কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর ▶ বস্তুবাদ অনেক প্রকার। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মতবাদের নাম হল—[1] অধিবিদ্যক বস্তুবাদ, [2] জ্ঞানতাত্ত্বিক বস্তুবাদ, [3] সরল বস্তুবাদ, [4] প্রতিরূপী বস্তুবাদ, [5] সবিচার বস্তুবাদ ইত্যাদি।

3 **অধিবিদ্যক বস্তুবাদ কাকে বলে?**

উত্তর ▶ যে বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুই জগতের মূলতত্ত্ব, জড়বস্তু দিয়ে জগৎ ও জগতের সবকিছু তৈরি হয়েছে, জড় থেকে প্রাণ মন সবকিছুর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হয় সেই মতবাদকে বলা হয় অধিবিদ্যক বস্তুবাদ।

4 **জ্ঞানতাত্ত্বিক বস্তুবাদ কাকে বলে?**

উত্তর ▶ যে মতবাদ অনুসারে জ্ঞাত বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব ও স্বরূপ জ্ঞাতার জ্ঞান নিরপেক্ষ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তুর সম্পর্ক আকস্মিক ও বাহ্যিক, জ্ঞান উৎপত্তির ক্ষেত্রে ও জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাহ্যবস্তু মুখ্য ভূমিকা পালন করে সেই মতবাদকে বলা হয় জ্ঞানতাত্ত্বিক বস্তুবাদ।

5 **বস্তুবাদ নামকরণের তাৎপর্য কী?**

উত্তর ▶ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়বস্তু ও এদের সম্পর্ক আবশ্যিক হলেও জ্ঞান উৎপত্তির ক্ষেত্রে, জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাহ্যবস্তু মুখ্য ভূমিকা পালন করে বলে বস্তুবাদ নামকরণ করা হয়েছে।

6 **সরল বস্তুবাদ কাকে বলে?**

উত্তর ▶ যে মতবাদ অনুসারে বস্তু জগৎ, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বিষয় ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে দার্শনিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে সাধারণ মানুষের অভিমত প্রকাশ করা হয় সেই মতবাদকে বলা হয় সরল বস্তুবাদ।

7 **সরল বস্তুবাদের দুটি মূল বক্তব্য লেখো।**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদের দুটি মূল বক্তব্য হল—[1] সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায়, [2] বস্তুর সকল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণ বস্তুগত।

8 **সরল বস্তুবাদকে লৌকিক বস্তুবাদ বলা হয় কেন?**

উত্তর ▶ দার্শনিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে সাধারণ মানুষের অভিমতকে ভিত্তি করে সরল বস্তুবাদ গড়ে উঠেছে বলে সরল বস্তুবাদকে লৌকিক বস্তুবাদ বলা হয়।

9 **সরল বস্তুবাদকে অপরোক্ষ বস্তুবাদ বলা হয় কেন?**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুকে সরাসরি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায়। এই জন্যই সরল বস্তুবাদকে অপরোক্ষ বস্তুবাদ বলা হয়।

10 **সরল বস্তুবাদ কি ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে?**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদ ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কেন-না সরল বস্তুবাদ অনুসারে যে বস্তু যেমন তাকে আমরা ঠিক সেইভাবে প্রত্যক্ষ করি। তাই যদি হয় তবে দড়িকে সাপ বলে প্রত্যক্ষ করি কেন—এই ব্যাখ্যা সরল বস্তুবাদ দিতে পারে না।

11 **সরল বস্তুবাদ কি স্বপ্ন ও অমূল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দিতে পারে?**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদ স্বপ্ন ও অমূল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কেন-না সরল বস্তুবাদ অনুসারে বাস্তব বস্তু ছাড়া জ্ঞান হয় না। তাই যদি হয় তবে স্বপ্নে ও অমূল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বাস্তব বস্তু ছাড়া জ্ঞান কী করে হয়—এর ব্যাখ্যা সরল বস্তুবাদ দিতে পারে না।

12 **সরল বস্তুবাদ কি জ্ঞান বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে?**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদ জ্ঞান বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কেন-না সরল বস্তুবাদ অনুসারে সকল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণ বস্তুগত। তাই যদি হয় তবে একই বাতাস এক জনের কাছে ঠান্ডা, অন্য জনের কাছে গরম অনুভব হয় কেন এই প্রশ্নের উত্তর সরল বস্তুবাদ দিতে পারে না।

13 **প্রতিরূপী বস্তুবাদ কাকে বলে?**

উত্তর ▶ যে বস্তুবাদ অনুসারে বাহ্য বস্তুকে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না কিন্তু প্রতিরূপের মাধ্যমে অনুমানের সাহায্যে পরোক্ষভাবে জানা যায় সেই মতবাদকে বলা হয় প্রতিরূপী বস্তুবাদ। জন লক প্রতিরূপী বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

14 **প্রতিরূপী বস্তুবাদকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বলা হয় কেন?**

উত্তর ▶ জন লক তৎকালীন পদার্থবিজ্ঞানীদের চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে বস্তুর প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণগুলিকে মুখ্য ও গৌণ গুণ—এই দুই ভাগে ভাগ করে তাঁর প্রতিরূপী বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে তাঁর মতবাদকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বলা হয়।

15 **লকের বস্তুবাদকে প্রতিরূপী বস্তুবাদ নামকরণের তাৎপর্য কী?**

উত্তর ▶ জন লকের মতবাদ অনুসারে বস্তুকে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না, প্রতিরূপের মাধ্যমে বস্তুকে অনুমানের সাহায্যে পরোক্ষভাবে জানা যায় বলে লকের বস্তুবাদকে প্রতিরূপী বস্তুবাদ নামকরণ করা হয়েছে।

16 **প্রতিরূপী বস্তুবাদকে পরোক্ষ বস্তুবাদ বলা হয় কেন?**

উত্তর ▶ প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুকে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না, প্রতিরূপের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অনুমানের সাহায্যে জানা যায়। তাই লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদকে পরোক্ষ বস্তুবাদও বলা হয়।

17 **লক প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণগুলিকে কয়ভাগে ভাগ করেছেন ও কী কী?**

উত্তর ▶ জন লক প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তা হল—[1] মুখ্য গুণ। [2] গৌণ গুণ।

18 **মুখ্য গুণ কাকে বলে?**

উত্তর ▶ যে গুণগুলি সার্বিক, আবশ্যিক, অপরিবর্তনশীল, দ্রব্য থেকে অবিচ্ছেদ্য, মন নিরপেক্ষ, বস্তুর নিজস্ব ধর্ম সেই গুণগুলিকে বলা হয় মুখ্য গুণ, যেমন—বিস্তৃতি, আকার, আয়তন ইত্যাদি।

19 **গৌণ গুণ কাকে বলে?**

উত্তর ▶ যে গুণগুলি সার্বিক নয়, আবশ্যিক নয়, পরিবর্তনশীল, মন সাপেক্ষ, বস্তুর নিজস্ব ধর্ম নয়, সেই গুণকে বলা হয় গৌণ গুণ, যেমন—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদি।

20 **লকের মতে গৌণ গুণ কীভাবে উৎপন্ন হয়?**

উত্তর ▶ লকের মতে বস্তুর মুখ্য গুণগুলি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সন্নিকর্ষ ঘটিয়ে গৌণ গুণগুলি সৃষ্টি করে।

21 **প্রতিরূপ কাকে বলে?**

উত্তর ▶ কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর মনের পর্দায় যে ছবি ভেসে ওঠে তাকে বলা হয় মনশ্চিত্র বা প্রতিরূপ বা ধারণা।

22 **প্রতিরূপী বস্তুবাদকে জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ বলা হয় কেন?**

উত্তর ▶ লক তাঁর প্রতিরূপী বস্তুবাদে বস্তুর স্বয়ং সৎ অস্তিত্ব ও তার প্রতিরূপ—এই দুটি সত্তা স্বীকার করেছেন বলে লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদকে জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ বলা হয়।

23 **লক কীভাবে ভ্রম, স্বপ্ন ও অমূল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দিয়েছেন?**

উত্তর ▶ বস্তুর প্রতিরূপের মাধ্যমে পরোক্ষ জ্ঞান স্বীকার করারর ফলে লক সহজেই ভ্রান্ত জ্ঞান, স্বপ্ন ও অমূল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন। কেন-না এই সকল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বস্তু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত না থাকলেও মন তার ধারণা বা প্রতিরূপকে প্রত্যক্ষ করে।

24 **লক কীভাবে সার্বিক জ্ঞান ও জ্ঞান বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন?**

উত্তর ▶ লক মুখ্য ও গৌণ গুণ বিভাগ করেছেন। মুখ্য গুণগুলির বস্তুগত। তাই মুখ্য গুণ গুলি সার্বিক জ্ঞান দেয়। অপরপক্ষে গৌণ গুণগুলি মনোগত। এই মনোগত গৌণ গুণ জ্ঞান বৈচিত্র্যের জ্ঞান দেয়।

25 **লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদকে 'লৌহযবনিকা তত্ত্ব' বলা হয় কেন?**

উত্তর ▶ লক প্রতিরূপী বস্তুবাদে জ্ঞাতা ও বাহ্য জ্ঞেয়বস্তুর মধ্যে এক পর্দা (প্রতিরূপ) কল্পনা করেছেন যা পুরু লোহার তৈরি। এই লৌহযবনিকার একদিকে আছে জ্ঞাতা ও অন্যদিকে কী আছে তা জানার উপায় নেই। এই জন্যই প্রতিরূপী বস্তুবাদকে 'লৌহযবনিকা তত্ত্ব' বলা হয়।

26 **প্রতিরূপী বস্তুবাদ কি জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণ করতে পারে?**

উত্তর ▶ জ্ঞান যদি বাস্তব বস্তু বা ঘটনার অনুরূপ হয় তবে তা সত্য হয়, না হলে জ্ঞান মিথ্যা হয়। লকের মতে বাস্তব বস্তুকে কখনও প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব বস্তু বা ঘটনার মিল না অমিল হল কি না প্রমাণ করা যায় না। তাই প্রতিরূপী বস্তুবাদ জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণ করতে পারে না।

27 **বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ?**

উত্তর ▶ বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞাত ও জ্ঞেয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক হল সম্পূর্ণ আকস্মিক ও বাহ্যিক।

28 **বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে জ্ঞেয়বস্তুর ভূমিকা কী?**

উত্তর ▶ বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে বাহ্যবস্তুর ভূমিকা বেশি। কেন-না বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়ের ওপর ক্রিয়া না করলে জ্ঞান উৎপন্ন হবে না। তা ছাড়া বাহ্যবস্তুর স্বরূপই জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণ করে।

29 **বস্তুবাদ অনুসারে জাগতিক বস্তুগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কীরূপ?**

উত্তর ▶ বস্তুবাদ অনুসারে জাগতিক বস্তুগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ ও স্বাধীন। কেউ কারোর ওপর কোনোভাবে নির্ভরশীল নয়।

30 **বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুর জ্ঞানলাভের পদ্ধতি কী?**

উত্তর ▶ বস্তুবাদ অনুসারে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সরাসরি সম্পর্কের ফলে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে পারি।

31 **বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞানের মানদণ্ড কী?**

উত্তর ▶ জ্ঞান যদি বাস্তব বিষয় বা ঘটনার অনুরূপ হয় তবে জ্ঞান হয় সত্য, আর না হলে তা মিথ্যা। সুতরাং বস্তুবাদ অনুরূপতাবাদে বিশ্বাসী।

32 **প্রতিরূপী বস্তুবাদের মূল বক্তব্য কী?**

উত্তর ▶ প্রতিরূপী বস্তুবাদের মূল বক্তব্য হল—[1] বস্তুর মন নিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব আছে; [2] বস্তুকে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না; প্রতিরূপের মাধ্যমে অনুমান করা যায়।

33 **মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে একটি পার্থক্য লেখো।**

উত্তর ▶ বস্তুর মুখ্য গুণগুলি স্থান, কাল, পাত্র ভেদে কোনো পরিবর্তন হয় না, কেন-না যা গোলাকার তা সকল ব্যক্তির কাছে সর্বদা গোলাকার।

অপরপক্ষে, গৌণ গুণগুলি স্থান, কাল, পাত্র ভেদে পরিবর্তনশীল। যেমন—বর্ণ, গন্ধ, ব্যক্তিভেদে পরিবর্তনশীল।

34 **সরল বস্তুবাদ ও প্রতিরূপী বস্তুবাদের মধ্যে পার্থক্য কী?**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুকে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায়। তাই বস্তু (দ্রব্য) অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় নয়। অপরপক্ষে প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে দ্রব্যকে (বস্তুকে) প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না, প্রতিরূপের মাধ্যমে অনুমান করা হয়।

35 **সরল বস্তুবাদের গুরুত্ব কী?**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদকে সমালোচনা করে লক তাঁর প্রতিরূপী বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই জন্যই সরল বস্তুবাদ দার্শনিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

36 **প্রতিরূপী বস্তুবাদের দার্শনিক তাৎপর্য কী?**

উত্তর ▶ লক প্রতিরূপী বস্তুবাদ সত্যই প্রমাণ করেছেন বস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না। প্রতিরূপের মাধ্যমে অনুমান করা হয়। এই প্রতিরূপ স্বীকার করার ফলে ভ্রম, স্বপ্ন, অমূল প্রত্যক্ষ সবই ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়। প্রতিরূপী বস্তুবাদের দার্শনিক তাৎপয এখানেই।

37 **সরল বস্তুবাদ ও প্রতিরূপী বস্তুবাদের মধ্যে তোমার মতে কোন্‌টি বেশি সন্তোষজনক?**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদ স্বপ্ন, ভ্রম, অমূল প্রত্যক্ষ, জ্ঞান বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কিন্তু প্রতিরূপী বস্তুবাদ স্বপ্ন, ভ্রম, অমূল প্রত্যক্ষ ও জ্ঞান বৈচিত্র্যের ব্যাখ্য দিতে পারে। তাই প্রতিরূপী বস্তুবাদ আমার মতে সরল বস্তুবাদের তুলনায় বেশি সন্তোষজনক।

38 **প্রতিরূপী বস্তুবাদে স্ববিরোধিতা কোথায়?**

উত্তর ▶ লক অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক, তাই তার পক্ষে, অভিজ্ঞতার বাইরের বস্তু স্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি অভিজ্ঞতার বাইরের বস্তু বা দ্রব্য, জড়দ্রব্য, মন, ঈশ্বর স্বীকার করেছেন। ফলে তাঁর মতবাদ স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট।

39 **প্রতিরূপী বস্তুবাদ কীভাবে বার্কলের আত্মগত ভাববাদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছে?**

উত্তর ▶ লক বলেছেন দ্রব্যকে কখনও প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না। বার্কলে বলেন যাকে কখনও প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না তার অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। মন কেবল ধারণা বা

প্রতিরূপকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। তাই মন বা ধারণারই কেবল অস্তিত্ব আছে। এই বক্তব্যই হল অর্থগত ভাববাদ। এইভাবে লক বার্কলের আত্মগত ভাববাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

40 প্রতিরূপী বস্তুবাদে লক দ্রব্যের কয়টি স্বরূপের কথা বলেছেন ও কী কী?

উত্তর ▶ প্রতিরূপী বস্তুবাদে লক দ্রব্যের দুটি রূপের কথা বলেছেন। তা হল—[1] নামমাত্র স্বরূপ এবং [2] যথার্থ স্বরূপ।

41 লকের মতে দ্রব্যের নামমাত্র স্বরূপ কী?

উত্তর ▶ লকের মতে দ্রব্যের নামমাত্র স্বরূপ হল মুখ্য গুণের আধার হিসেবে দ্রব্যের রূপ। সাধারণত মানুষ দ্রব্যের এইরূপ জ্ঞান অর্জন করে। প্রতিরূপের আধার হিসেবে দ্রব্যকে অনুমান করে।

42 লকের মতে দ্রব্যের যথার্থ স্বরূপ কী?

উত্তর ▶ লকের মতে দ্রব্যের যথার্থ স্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কেন-না মানুষ কেবল প্রতিরূপকে জানতে পারে, দ্রব্যের স্বরূপকে জানতে পারে না।

43 লক কেন মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন?

উত্তর ▶ সকল গুণ যদি বস্তুগত হত তবে বস্তুর জ্ঞান সম্পর্কে এত মতবিরোধ থাকত না। মুখ্য গুণগুলির বিষয়ে সবাই একমত; কারণ তা বস্তুগত। গৌণ গুণগুলির বিষয়ে সবাই একমত নয়; কারণ গৌণ গুণগুলি মনোগত বা ব্যক্তিগত। এই কারণে লক মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

44 লকের মতানুসারে ধারণা বা প্রতিরূপের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর ▶ মন নিজের মধ্যে যাকে প্রত্যক্ষ করে বা যা চিন্তনের সাক্ষাৎ বিষয় তাকেই লক ধারণা বা প্রতিরূপ বলেছেন। সুতরাং, চিন্তার বিষয় হল ধারণা বা প্রতিরূপ।

45 লকের মতে ধারণার উৎস কী?

উত্তর ▶ লকের মতে ধারণার উৎস দুটি; তা হল—[1] সংবেদন, [2] অন্তর্দর্শন।

46 লকের মতে সংবেদন কাকে বলে?

উত্তর ▶ বাহ্যবস্তুর মুখ্য গুণগুলি আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়কে উদ্দিপিত করলে মনের মধ্যে যে ছাপ পড়ে তাকেই লক সংবেদন বলেছেন।

47 লকের মতে অন্তর্দর্শন কাকে বলে?

উত্তর ▶ লকের মতে মন নিজের মধ্যে যে সুখ, দুঃখ অনুভব করে তাকে বলা হয় অন্তর্দর্শন।

48 সরল ধারণা কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর ▶ লকের মতে সরল ধারণা চার প্রকার। তাহল—[1] এক ইন্দ্রিয়জাত ধারণা—যেমন বর্ণ। [2] বহু ইন্দ্রিয়জাত ধারণা—যেমন বিস্তৃতি। [3] অন্তর্দর্শনজাত ধারণা—যেমন সন্দেহ। [4] সংবেদন ও অন্তর্দর্শন জাত ধারণা—যেমন সুখ।

49 লকের মতানুসারে সরল ধারণার সংজ্ঞা দাও।

উত্তর ▶ যে ধারণা সংবেদন ও অন্তদর্শনের পথে মনে এসে জমা হয় এবং যে ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে অন্য কোনো মৌলিক ধারণা পাওয়া যায় না সেই ধারণাকে বলা হয় সরল ধারণা।

50 লকের মতানুসারে জটিল বা যৌগিক ধারণার সংজ্ঞা দাও।

উত্তর ▶ সরল ধারণাকে নানাভাবে বিন্যাস করে মন যে ধারণা গঠন করে এবং যে ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে অনেক সরল ধারণা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় জটিল ধারণা।

51 **লকের মতে জটিল ধারণা কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর ▶ লকের মতে জটিল ধারণা তিন প্রকার, তা হল—[1] প্রত্যংশ, [2] দ্রব্য, [3] সম্বন্ধ।

52 **লকের মতে প্রত্যংশ কাকে বলে?**

উত্তর ▶ লকের মতে, যে যৌগিক ধারণার স্বাধীন সত্তা নেই, যা দ্রব্য নির্ভর তাই হল প্রত্যংশ। যেমন হত্যা, ত্রিভুজ ইত্যাদি।

53 **লকের মতে প্রত্যংশ কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর ▶ লকের মতে প্রত্যংশ দুই প্রকার। তা হল—[1] অমিশ্র প্রত্যংশ, [2] মিশ্র প্রত্যংশ।

54 **লকের মতানুসারে অমিশ্র প্রত্যংশের সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর ▶ একইরকম মৌলিক ধারণার সমবায়ে যে প্রত্যংশের উৎপত্তি হয় তাকে বলা হয় অমিশ্র প্রত্যংশ। যেমন—20, 10 ইত্যাদি।

55 **লকের মতানুসারে মিশ্র প্রত্যংশের সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর ▶ কতকগুলি গুণের ধারণা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে যে প্রত্যংশের উৎপত্তি হয় তাকে বলা হয় মিশ্র প্রত্যংশ। যেমন—সৌন্দর্য।

56 **লকের মতে মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের ধারণার উৎস কী কী?**

উত্তর ▶ লকের মতে মুখ্য গুণের ধারণার উৎস হল মুখ্য গুণ এবং লকের মতে গৌণ গুণের ধারণার উৎস হল গৌণ গুণ।

57 **আত্মগত ভাববাদ এবং বস্তুগত ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা কে?**

উত্তর ▶ আত্মগত ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বার্কলে এবং বস্তুগত ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন হেগেল।

58 **বার্কলের মতে ধারণা প্রত্যক্ষের কর্তা কে?**

উত্তর ▶ বার্কলের মতে ব্যক্তিমন হল ধারণা প্রত্যক্ষের কর্তা এবং ঈশ্বর জ্ঞাত বাহ্যবস্তুর ধারণা ব্যক্তি মনে উৎপন্ন করেন।

59 **'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর' (Esse Est Percipi) কে বলেছেন?**

উত্তর ▶ বার্কলে বলেছেন অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর। অর্থাৎ 'যা কিছু প্রত্যক্ষযোগ্য তারই সত্তা আছে'—এই বাক্যটির তাৎপর্য হল—যা প্রত্যক্ষযোগ্য তার অস্তিত্ব আছে এবং যা প্রত্যক্ষযোগ্য নয় তার অস্তিত্ব নেই।

60 **জড় দ্রব্যকে অস্বীকার করেছেন কে?**

উত্তর ▶ বার্কলে জড়দ্রব্যকে অস্বীকার করেছেন। বার্কলে বলেছেন—জড়দ্রব্য হল অলীক, অধিবিদ্যক প্রেতাত্মা।

61 **জড়দ্রব্য হল সংবেদনের সমষ্টি, অভিজ্ঞতাপুঞ্জ, নিছক নামমাত্র—এই কথা কে বলেছেন?**

উত্তর ▶ বার্কলে বলেছেন জড়দ্রব্য হল সংবেদনের সমষ্টি, অভিজ্ঞতাপুঞ্জ নিছক নামমাত্র।

62 **বার্কলের লেখা দুটি গ্রন্থের নাম লেখো।**

উত্তর ▶ বার্কলের লেখা দুটি গ্রন্থ হল—*Three Dialogues* এবং *De Motu*।

63 **জড়বস্তু অবশ্যই আছে—এই বিষয়ে যে দুটি বিরুদ্ধ মতবাদ আছে তা উল্লেখ করো।**

উত্তর ▶ দুটি বিরুদ্ধ মতবাদ হল—[1] বস্তুবাদ [2] আত্মগত ভাববাদ।

64 **ভাববাদ কাকে বলে?**

উত্তর ▶ যে মতবাদ অনুসারে জ্ঞাত বাহ্যবস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এবং জ্ঞাত বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্ব ও স্বরূপ জ্ঞাতার জ্ঞানসাপেক্ষ, সেই মতবাদকে বলা হয় ভাববাদ।

65 **ভাববাদ কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর ▶ ভাববাদ তিন প্রকার, যেমন—[1] আত্মগত ভাববাদ [2] বস্তুগত ভাববাদ এবং [3] সবিচার ভাববাদ।

66 **ভাববাদের মূল বক্তব্য কী?**

উত্তর ▶ ভাববাদের মূল বক্তব্য হল—[1] জড়দ্রব্য ও জড়জগতের মননিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব নেই। [2] জ্ঞাত বিষয়ের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে মনের ওপর নির্ভরশীল। [3] জ্ঞাতা ও জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে একটি অনিবার্য আন্তর সম্পর্ক রয়েছে।

67 **আত্মগত ভাববাদ কাকে বলে এবং এর প্রতিষ্ঠাতা কে?**

উত্তর ▶ যে ভাববাদ অনুসারে জ্ঞাত বিষয়ের অস্তিত্ব ও স্বরূপ যদি ব্যক্তি মনের ওপর নির্ভর করে তবে সেই ভাববাদকে বলা হয় আত্মগত ভাববাদ। আত্মগত ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বার্কলে।

68 **আত্মগত ভাববাদের মূল বক্তব্য কী?**

উত্তর ▶ আত্মগত ভাববাদের মূল বক্তব্য হল—[1] ব্যক্তিমন ও তার ধারণাই একমাত্র সৎ। [2] মননিরপেক্ষ বাহ্য জড়বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই। [3] জ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাতার মনের ওপর নির্ভরশীল।

69 **বার্কলের মতে কোন্ দুটি বিষয়ের অস্তিত্ব আছে?**

উত্তর ▶ বার্কলের আত্মগত ভাববাদ অনুসারে যে দুটি বিষয়ের অস্তিত্ব আছে, তা হল—[1] প্রত্যক্ষকর্তা অর্থাৎ আত্মা বা আমি এবং [2] প্রত্যক্ষের বিষয় অর্থাৎ ধারণা।

70 **'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর'—কথাটির অর্থ কী?**

উত্তর ▶ 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর'—বার্কলের এই সূত্রটির অর্থ হল যা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য তা অস্তিত্বশীল এবং যা অস্তিত্বশীল তা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। সুতরাং কোনো কিছু অস্তিত্বশীল হতে হলে তা মনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

71 **জড়বস্তুর অস্তিত্ব খণ্ডনে বার্কলের একটি যুক্তি দাও।**

উত্তর ▶ লক বলেছেন, জড় দ্রব্যকে কখনও প্রত্যক্ষ করা যায় না। বার্কলে বলেন, যাকে কখনও প্রত্যক্ষ করা যায় না, তার অস্তিত্ব স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই।

72 **বার্কলের আত্মগত ভাববাদকে সরল ভাববাদ বলা হয় কেন?**

উত্তর ▶ বার্কলে জড়বস্তুর অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ স্বয়ং সৎ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাই বার্কলের ভাববাদকে সরল ভাববাদ বলা হয়।

73 **সরল ভাববাদ কাকে বলে?**

উত্তর ▶ যে ভাববাদ অনুসারে জড়জগৎ ও জড়বস্তুর অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ স্বয়ংসৎ অস্তিত্ব যৌক্তিক দিক থেকে অসম্ভব, সেই ভাববাদকে বলা হয় সরল ভাববাদ।

74 **অহংসর্বস্ববাদ কাকে বলে?**

উত্তর ▶ যে মতবাদ অনুসারে আমি ও আমার ধারণাই কেবল অস্তিত্বশীল, আর কিছু নেই, সেই মতবাদকে বলা হয় অহংসর্বস্ববাদ।

75 **বার্কলে আত্মগত ভাববাদকে অহংসর্বস্ববাদ দোষযুক্ত বলা হয় কেন?**

উত্তর ▸ বার্কলের আত্মগত ভাববাদ অনুসারে কেবল আমি এবং আমার ধারণাই একমাত্র সৎ, আর কিছু নেই। তাই আত্মগত ভাববাদকে অহংসর্বস্ববাদ দোষযুক্ত বলা হয়।

76 **বার্কলে কীভাবে অহংসর্বস্ববাদের দোষ থেকে মুক্তি পেয়েছেন?**

উত্তর ▸ অহংসর্বস্ববাদ দোষের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বার্কলে ঈশ্বরের প্রকল্পের সাহায্যে অন্য মন, ও তার মনের ধারণার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঈশ্বর সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। এইভাবে বার্কলে ঈশ্বরের সাহায্যে নিজের অস্তিত্ব ও ধারণার বাইরে ঈশ্বর, অন্য ধারণা স্বীকার করে অহংসর্বস্ববাদ থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

77 **বার্কলের ঈশ্বর প্রকল্প গ্রহণ করা কী উচিত হয়েছে?**

উত্তর ▸ বার্কলের ঈশ্বর প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত হয়নি। কেন-না বার্কলের মতে যা প্রত্যক্ষের বিষয় নয় তার অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।

78 **বার্কলের মতে জড়দ্রব্য বলে যা প্রত্যক্ষ করি তা কী?**

উত্তর ▸ বার্কলের মতে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জড়দ্রব্য হল সংবেদনের সমষ্টি। আমরা সংবেদনের সমষ্টির এক নামকরণ করি। জড়দ্রব্য নিছক অর্থহীন নামমাত্র।

79 **বার্কলের মতবাদকে আত্মগত ভাববাদ বলা হয় কেন?**

উত্তর ▸ বার্কলের মতবাদ অনুসারে জ্ঞাতবস্তুর অস্তিত্ব ও স্বরূপ ব্যক্তি মানুষের মনের ওপর নির্ভরশীল। তাই বার্কলের ভাববাদকে আত্মগত ভাববাদ বলা হয়।

80 **বার্কলে কীভাবে বস্তুবাদ থেকে ভাববাদে উপনীত হয়েছেন?**

উত্তর ▸ বার্কলে লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদকে সমালোচনা করে তার দোষত্রুটি দূর করতে গিয়ে আত্মগত ভাববাদ আবিষ্কার করেছেন।

81 **বার্কলে তাঁর মতবাদে ঈশ্বরকে এনেছেন কেন?**

উত্তর ▸ বস্তুর অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা প্রমাণের জন্য, ইন্দ্রিয়জাত ধারণার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য, অহংসর্বস্ববাদের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, অন্য মন ও জগতের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

82 **বার্কলে মুখ্য ও গৌণ গুণকে অভিন্ন বলেছেন কেন?**

উত্তর ▸ বার্কলে বলেন মুখ্য গুণগুলি গৌণ গুণগুলির মতো পরিবর্তনশীল। তাই মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ মুখ্য ও গৌণ গুণ অভিন্ন।

83 **বার্কলে মুখ্য গুণগুলিকে মনোগত বলেছেন কেন?**

উত্তর ▸ বার্কলের মতে মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মুখ্য গুণের আধার হিসেবে জড়দ্রব্য নেই। তাই গুণের আধার হিসেবে একটি দ্রব্য স্বীকার করতে হয় তা হল মন। তাই বার্কলে মুখ্য গুণগুলিকে মনোগত বলেছেন।

84 **বার্কলে কীভাবে বস্তুর ধারাবাহিকতা প্রমাণ করেছেন?**

উত্তর ▸ বার্কলে বলেন, ঈশ্বর সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন। আমি প্রত্যক্ষ না করলেও ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করেন। তাই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষণের সাহায্যে বার্কলে বস্তুর ধারাবাহিকতা প্রমাণ করেছেন।

85 **বার্কলের আত্মগত ভাববাদে ঈশ্বরের ভূমিকা কী?**

উত্তর ▶ বার্কলের মতে জড়বস্তু নেই। তবে ইন্দ্রিয় সংবেদনজাত ধারণাগুলির কারণ কী? বার্কলে বলেন ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান। তাই সকল সজীব মনের কাছে তিনি ইন্দ্রিয়জাত সংবেদনগুলি কার্য-কারণ শৃঙ্খলাক্রমে সৃষ্টি করে চলেছেন। তিনি অহংসর্বস্ববাদের কবল থেকে মুক্ত করেছেন।

86 **বার্কলের ভাববাদে ঈশ্বরের অবতারণা কি যথাযথ?**

উত্তর ▶ বার্কলের ঈশ্বর প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত হয়নি। কেন-না বার্কলের মতে যা প্রত্যক্ষের বিষয় নয় তার অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। বার্কলে অপ্রমাণিত, অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বর স্বীকার করে স্ববিরোধী কথা বলেছেন।

87 **বার্কলে কি অহংসর্বস্ববাদী?**

উত্তর ▶ বার্কলেকে অহংসর্বস্ববাদী দার্শনিক বলা যায় না। কেন-না তিনি ব্যক্তিমন ও তার ধারণা স্বীকার করলেও ঈশ্বরের মনের ধারণা এবং অন্য মনের ধারণা স্বীকার করায় বার্কলেকে অহংসর্বস্ববাদী বলা যায় না।

88 **বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে পার্থক্য কী?**

উত্তর ▶ বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে পার্থক্য হল—[1] বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞাত বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব ও স্বরূপ জ্ঞাতার জ্ঞাননিরপেক্ষ ও স্বাধীন। অপরপক্ষে, ভাববাদ অনুসারে বস্তুর অস্তিত্ব ও স্বরূপ জ্ঞাতার জ্ঞানসাপেক্ষ। [2] বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের সম্পর্ক আকস্মিক ও বাহ্যিক। অপরপক্ষে, ভাববাদ অনুসারে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক অনিবার্য ও আন্তর।

89 **বার্কলে তাঁর আত্মগত ভাববাদে 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর' সূত্রটি কীভাবে প্রমাণ করেছেন?**

উত্তর ▶ কোনো বস্তু আছে—একথার অর্থ কোনো ব্যক্তি বস্তুটি প্রত্যক্ষ করেছে।

∴ কোনো বস্তু আছে এবং কেউ প্রত্যক্ষ করছে না—এই বাক্যটি স্ববিরোধী ও মিথ্যা।

∴ কোনো বস্তু আছে = বস্তুটি প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে।

∴ অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর।

90 **বার্কলের মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু আসলে কী?**

উত্তর ▶ বার্কলের মতে জড়বস্তু নেই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মনের ধারণামাত্র, অভিজ্ঞতাপুঞ্জ। অভিজ্ঞতাপুঞ্জ অপরের কাছে প্রকাশ করার জন্য এক নামকরণ করি। জড় দ্রব্য নিছক অর্থহীন নামমাত্র।

91 **বার্কলের মতে বাস্তব জড়বস্তু যদি না থাকে তবে মন যে অভিজ্ঞতাপুঞ্জ প্রত্যক্ষ করে তা কী অমূল প্রত্যক্ষ?**

উত্তর ▶ বার্কলে বলেছেন অভিজ্ঞতাপুঞ্জের প্রত্যক্ষ অমূল প্রত্যক্ষ নয়। কারণ স্পর্শপ্রত্যক্ষ মানদণ্ডের সাহায্যে পার্থক্য করা যায়। কেন-না অমূল প্রত্যক্ষের স্পর্শপ্রত্যক্ষ হয় না কিন্তু অভিজ্ঞতাপুঞ্জের স্পর্শপ্রত্যক্ষ হয়।

92 **বাস্তব বস্তু যদি না থাকে তবে সংবেদনজাত অভিজ্ঞতাপুঞ্জের উৎস কী?**

উত্তর ▶ বার্কলের মতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর একই সঙ্গে একই ক্রমে সকল মানুষের মধ্যে একই রকম অভিজ্ঞতাপুঞ্জ সৃষ্টি করেন। ফলে আমরা সবাই একই বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ করি।

93 **সত্তা হল জ্ঞাততা (Esse Est Percipi) সূত্রে সত্তা ও জ্ঞাততার মধ্যে সম্পর্ক কি সমার্থকতা?**

উত্তর ▶ সত্তা হল জ্ঞাততা—এই সূত্রের একটি অর্থ হতে পারে সত্তা = জ্ঞাততা। কিন্তু এর আর্থ সমার্থকতা হলে বাক্যটি হবে বিশ্লেষণ। ফলে অতথ্য জ্ঞাপক হবে। কিন্তু বাক্যটি তথ্যজ্ঞাপক। একারণে সত্তা ও জ্ঞাততা সমার্থক নয়।

94 **সত্তা হল জ্ঞাততা—বাক্যটি কী সংশ্লেষক না বিশ্লেষক?**

উত্তর ▶ সত্তা হল জ্ঞাততা বাক্যটি বিশ্লেষক নয়। কেন-না এই বাক্যের অস্বীকৃতি স্ববিরোধী নয়। তাই বাক্যটি সংশ্লেষক। কেন-না বিধেয় তথ্য জ্ঞাপক।

95 **পেরি বার্কলের 'সত্তা হল জ্ঞাততা' সূত্রটিকে কেন অবৈধ সামাজীকরণ দোষে দুষ্ট বলেছেন?**

উত্তর ▶ 'সত্তা হল জ্ঞাততা' এই সূত্রটি পাওয়া যায় নীচের অনুমান থেকে—

X—সৎ ও জ্ঞাত পদার্থ।

Y—সৎ ও জ্ঞাত পদার্থ।

∴ সকল সৎ পদার্থ হয় জ্ঞাত।

∴ সত্তা হল জ্ঞাততা।

এই যুক্তি অবৈধ সামান্যীকরণ দোষে দুষ্ট। কারণ এমন সৎ পদার্থ থাকতে পারে যা জ্ঞাত নয়।

96 **পেরি আত্মগত ভাববাদকে কেন ঐকান্তিকতা দোষে দুষ্ট বলেছেন?**

উত্তর ▶ বার্কলের মতে জ্ঞাত বস্তুমাত্রই কোনো জ্ঞানের বিষয়। জ্ঞান ভিন্ন বস্তু থাকতে পারে না। পেরির মতে, বার্কলের এই যুক্তি ঐকান্তিকতা দোষে দুষ্ট।

97 **দার্শনিক ম্যুর বার্কলের আত্মগত ভাববাদকে কেন আত্মকেন্দ্রিকতাজনিত বিভ্রম দোষে দুষ্ট বলেছেন?**

উত্তর ▶ বার্কলে প্রথমে জ্ঞেয়বস্তুর অস্তিত্বকে বোঝার চেষ্টা করেছেন নিজের চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে। যার ফলে যখনই তিনি চেতনা নিরপেক্ষভাবে বস্তুর অস্তিত্ব চিন্তা করতে চান তখন তা অসম্ভব মনে হয়। এই জন্যই ম্যুর বার্কলের আত্মগত ভাববাদকে আত্মকেন্দ্রিকতাজনিত বিভ্রম দোষে দুষ্ট বলেছেন।

98 **বার্কলে বস্তুর অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা কীভাবে প্রমাণ করেছেন?**

উত্তর ▶ বার্কলের মতে অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর। এর অর্থ যখনই আমি কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করছি তখনই বস্তুটি আছে এবং যখন আমি প্রত্যক্ষ করছি না তখনই বস্তুটি নেই। তাই যদি হয় তবে বস্তুর অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা কীভাবে প্রমাণ করা যাবে? বার্কলে বলেন আমি প্রত্যক্ষ না করলেও ঈশ্বর সকল বস্তু সর্বদা প্রত্যক্ষ করেন। তাই বার্কলে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের সাহায্যে বস্তুর অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা প্রমাণ করেছেন।

99 **বার্কলের আত্মগত ভাববাদ কীভাবে হেগেলের বস্তুগত ভাববাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন?**

উত্তর ▶ বার্কলে তাঁর আত্মগত ভাববাদের অসংগতি দূর করার জন্য, বস্তুর অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা প্রমাণ করার জন্য, ইন্দ্রিয় সংবেদন জাত ধারণার উৎস নির্ণয়ের জন্য ঈশ্বর প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঈশ্বর সকল বিষয় সর্বদা প্রত্যক্ষ করেন, সকল ধারণা ঈশ্বরের মনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই ব্যক্তব্যই বস্তুগত ভাববাদের মূল কথা। তাই শেষ বিচারে বার্কলের আত্মগত ভাববাদ হেগেলের বস্তুগত ভাববাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে।

বিভাগ ঘ

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 1

1 **কোন্ মতবাদ অনুসারে বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়?**

উত্তর ▶ বস্তুবাদ অনুসারে বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়।

2 **কোন্ মতবাদ অনুসারে বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না?**

উত্তর ▶ আত্মগত ভাববাদ অনুসারে বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না।

3 **কোন্ মতবাদ অনুসারে বস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায়?**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায়।

4 **কোন্ মতবাদ অনুসারে বস্তুকে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না, প্রতিরূপের মাধ্যমে অনুমান করা হয়?**

উত্তর ▶ প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুকে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না, প্রতিরূপের মাধ্যমে অনুমান করা হয়।

5 **কোন্ মতবাদে বলা হয়েছে জড়বস্তু হল গুণের সমষ্টি?**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদে বলা হয়েছে জড়বস্তু হল গুণের সমষ্টি।

6 **কোন্ মতবাদে বলা হয়েছে জড়বস্তু হল গুণের আধার?**

উত্তর ▶ প্রতিরূপী বস্তুবাদে বলা হয়েছে জড়বস্তু হল গুণের আধার।

7 **কোন্ মতবাদ অনুসারে যা প্রত্যক্ষ করি তাই সত্য?**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদ অনুসারে যা প্রত্যক্ষ করি তাই সত্য।

8 **কোন্ মতবাদ ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে না?**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদ ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

9 **কোন্ মতবাদ স্বপ্ন ও অমূল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দিতে পারে না?**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদ স্বপ্ন ও অমূল প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

10 **কোন্ মতবাদ জ্ঞানবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে না?**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদ জ্ঞানবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

11 **কোন্ মতবাদ অনুসারে বস্তু ও বস্তুর গুণ অভিন্ন?**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু ও বস্তুর গুণ অভিন্ন।

12 **কোন্ মতবাদ অনুসারে বস্তু ও বস্তুর গুণ ভিন্ন, স্বতন্ত্র?**

উত্তর ▶ প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু ও বস্তুর গুণ ভিন্ন, স্বতন্ত্র।

13 **প্রতিরূপী বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠাতা কে?**

উত্তর ▶ প্রতিরূপী বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জন লক।

14 **প্রতিরূপী বস্তুবাদের অন্য নাম কী?**

উত্তর ▶ প্রতিরূপী বস্তুবাদের অন্য নাম হল বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ।

15 **কোন্ দার্শনিক মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন?**

উত্তর ▶ লক মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

16 **কোন্ দার্শনিক মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করেছেন?**

উত্তর ▶ বার্কলে মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করেছেন।

17 **কয়েকটি মুখ্য গুণের উদাহরণ দাও।**

উত্তর ▶ আকার, আকৃতি, সংখ্যা, পরিমাণ, বিস্তৃতি ও ইচ্ছা হল মুখ্য গুণ।

18 **কয়েকটি গৌণ গুণের উদাহরণ দাও।**

উত্তর ▶ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ হল গৌণ গুণ।

19 **কোন্ বস্তুবাদকে জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ বলা হয়?**

উত্তর ▶ প্রতিরূপী বস্তুবাদকে জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বৈতবাদ বলা হয়।

20 **কোন্ বস্তুবাদ সার্বিক জ্ঞান ও জ্ঞান বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে?**

উত্তর ▶ প্রতিরূপী বস্তুবাদ সার্বিক জ্ঞান ও জ্ঞানবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে।

21 **কোন্ মতবাদকে 'লৌহ যবনিকা তত্ত্ব' বলে সমালোচনা করা হয়েছে?**

উত্তর ▶ প্রতিরূপী বস্তুবাদকে 'লৌহ যবনিকা তত্ত্ব' বলে সমালোচনা করা হয়েছে।

22 **কোন্ বস্তুবাদকে লৌকিক বস্তুবাদ বলা হয়?**

উত্তর ▶ সরল বস্তুবাদকে লৌকিক বস্তুবাদ বলা হয়।

23 **লকের মতে কোন্ গুণগুলি বস্তুগত?**

উত্তর ▶ লকের মতে মুখ্যগুণগুলি বস্তুগত।

24 **লকের মতে কোন্ গুণগুলি বস্তুগত নয়, মনোগত?**

উত্তর ▶ লকের মতে গৌণগুণগুলি বস্তুগত নয়, মনোগত।

25 **কোন্ মতবাদ অনুসারে মন সরাসরি ধারণাকে প্রত্যক্ষ করে, বস্তুকে নয়?**

উত্তর ▶ প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে মন সরাসরি ধারণাকে প্রত্যক্ষ করে, বস্তুকে নয়।

26 **লকের মতে কোন্ গুণগুলি বস্তুর সার্বিক জ্ঞান দেয়?**

উত্তর ▶ লকের মতে মুখ্য গুণগুলি বস্তুর সার্বিক জ্ঞান দেয়।

27 **লকের মতে কোন্ গুণগুলি বস্তুর জ্ঞানবৈচিত্র্যের জ্ঞান দেয়?**

উত্তর ▶ লকের মতে গৌণ গুণগুলি বস্তুর জ্ঞানবৈচিত্র্যের জ্ঞান দেয়।

28 **লকের মতে বস্তুর কোন্ গুণগুলি পরিবর্তনশীল?**

উত্তর ▶ লকের মতে বস্তুর গৌণ গুণগুলি পরিবর্তনশীল।

29 **লকের মতে বস্তুর কোন্ গুণগুলি অপরিবর্তনশীল?**

উত্তর ▶ লকের মতে বস্তুর মুখ্য গুণগুলি অপরিবর্তনশীল।

30 **লকের মতে বস্তুর কোন্ গুলি বস্তুর নিজস্ব গুণ?**

উত্তর ▶ লকের মতে বস্তুর মুখ্য গুণগুলি বস্তুর নিজস্ব গুণ।

31 **লকের মতে বস্তুর কোন্ গুণগুলি বস্তুর নিজস্ব গুণ নয়?**

উত্তর ▶ লকের মতে বস্তুর গৌণ গুণগুলি বস্তুর নিজস্ব গুণ নয়।

32 **আত্মগত ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা কে?**

উত্তর ▶ আত্মগত ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বার্কলে।

33 **'জড়দ্রব্য ও জড়জগতের মন নিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব নেই'—এ কথা কে বলেছেন?**

উত্তর ▶ বার্কলে বলেছেন জড় দ্রব্য ও জড় জগতের মন নিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

34 **'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর'—কে বলেছেন?**

উত্তর ▶ বার্কলে বলেছেন—অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর।

35 **বার্কলের মতে ধারণার প্রত্যক্ষকর্তা কে?**

উত্তর ▶ ব্যক্তিমন হল ধারণার প্রত্যক্ষকর্তা।

36 **বার্কলের মতে জ্ঞাত বাহ্যবস্তুর ধারণার উৎস কী?**

উত্তর ▶ বার্কলের মতে জ্ঞাত বাহ্যবস্তুর ধারণার উৎস হল ঈশ্বর।

37 **'বস্তু হল সংবেদনের সমষ্টি'—কে বলেছেন?**

উত্তর ▶ বার্কলে বলেছেন—'বস্তু হল সংবেদনের সমষ্টি'।

38 **'জড়দ্রব্য হল অলীক, অধিবিদ্যাক প্রেতাত্মা'—কে বলেছেন?**

উত্তর ▶ বার্কলে বলেছেন জড়দ্রব্য হল অলীক, অধিবিদ্যক প্রেতাত্মা।

39 **'আমি ও আমার ধারণাই একমাত্র সৎ'—কে বলেছেন?**

উত্তর ▶ বার্কলে বলেছেন—'আমি ও আমার ধারণাই একমাত্র সৎ'।

40 **সবল ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা কে?**

উত্তর ▶ আত্মগত ভাববাদের অন্য নাম সবল ভাববাদ। তাই সবল ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বার্কলে।

41 **কোন্ মতবাদের পরিণতি অহংসর্বস্ববাদ?**

উত্তর ▶ বার্কলের আত্মগত ভাববাদের পরিণতি অহংসর্বস্ববাদ।

42 **বার্কলে অহংসর্বস্ববাদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কার সাহায্য নিয়েছেন?**

উত্তর ▶ বার্কলে অহংসর্বস্ববাদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের সাহায্য নিয়েছেন।

43 **'আমি না প্রত্যক্ষ করলেও ঈশ্বর সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন'—এই কথা কে বলেছেন?**

উত্তর ▶ বার্কলে বলেছেন আমি না প্রত্যক্ষ করলেও ঈশ্বর সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।